Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Health Care Worker
Length of the interview/discussion: 47:53 min
ID: IDI_AMR304_SLM_HCW_Govt_U_28 Nov 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Female	31	SSC	Health Care Worker	Human	9 years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা : আমার নাম হচ্ছে ---। আমি আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে এই গবেষনার অংশ হিসেবে আপনার সাথে কথা বলার জন্য এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে । তো কেমন আছেন আপা ?

উওরদাতা: জি ভালো আছি , আলহামদুলিল্লাহ ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি একটু জানতে চাইব আপনার এখানে কি কি কাজ , মানে যদি একটু আপনার পদটা বলতেন তারপরে হচ্ছে আপনি কি কাজ করেন ঐটা সম্পর্কে?

উওরদাতা: আমার পদ উপ-সহকারী কমুনিটি মেডিকেল অফিসার ,আমি এখানে হল আমাদের খাতায় এর্ন্টি করা , আই.এম.সি.আই করা , আবার টুকটাক রোগী মেনেজ করা সবই মোটামুটি করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এই যে রোগী দেখার ব্যাপারটা রোগী আপনাকে কোন কোন সময়টায় দেখতে হয় কি রকম রোগী আপনি দেখেন ?

উওরদাতা: রোগী যেমন সাধারন সর্দি, কাশি, ঠান্ডা জ্বর , এরকম । বেশী যে খারাপ রোগী গুলা এগুলা আমাদের ম্যাডাম দেখে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনি বসেন কোথায়? মানে আপনার রোগী দেখেন কোন জায়গায়?

উওরদাতা: এই যে শিশু কনসালটেন্টের সাথে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা উনার সাথেই থাকেন?

উওরদাতা: জি জি ।

প্রশ্নকর্তা : যেমন আজকে দেখলাম হচ্ছে উনি নেই সাথে তারপরেও তে আপনি দেখতেছিলেন ?

উওরদাতা: মধ্যে যেগুলা ম্যাডাম অনেকগুলা রোগী দেখে গেছেন । দেখে গেছে মেক্সিমামই দেখে গেছে আর দুই চারটা যেগুলো করে দিয়েছি । আর টুকটাক গুলা দেখছি ।

প্রশ্নকর্তা :তো আমি ঐটা জানতে চাচ্ছিযে আপনি যখন রোগী দেখতেছেন তখন আপনি কিভাবে রোগীদেরকে দেখেন বা কিভাবে ঔষুধ প্রেসক্রাইব করতেছেন ? ঐ জিনিসটা একটু জানতে চাচ্ছি । একটু ডিটেলস আরকি । এটাতো জানলাম যে প্রাথমিক যে অবস্থায় সর্দি কাশি গুলো দেখেন । আর একটু ডিটেল্স জানতে চাচ্ছি ?

উওরদাতা: ডিটেল্স বলতে?

প্রশ্নকর্তা : ডিটেল্স বলতে সাধারনত আপনি কি ধরনের রোগী দেখেন ? মানে আপনি নিজে চিকিৎসা যখন দেন সেবা দিচ্ছেনতখন র্টিটমেন্ট করতেছেন তখন আপনি কোন রোগী গুলোকে একচুলি দেখেন ?

উওরদাতা: ঐতো বললাম ঠান্ডা , কাশি, জ্বর । যে রোগীটা মনে করেন আপনার মারাত্বক দিকে না গেছে তাদেরকে আমরা দেখি ।

প্রশ্নকর্তা : মারাত্বক বলতে কি রকম ?

উওরদাতা: মারাত্বক বলতে নিউমোনিয়া , ভেরী সিভিয়ার ডিজিস যেটা আমরা বলি , তারপরে বাচ্চার খিচুনি , বাচ্চার মারাত্বক জ্বর । টাইফয়েড । অনেক খারাপ খারাপ রোগ আছে না ? তখন আমরা ঐগুলা আর দেখি না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ঐ সর্দি , ঠান্ডা , জ্বর পর্যন্ত থাকেন ?

উওরদাতা: হ্যা , পাতলা পায়খানা । হ্যা । এগুলাই ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখানে আপনি কত বছর ধরে এই পেশায় আছেন ? রোগী সেবা দেয়ার ?

উওরদাতা: আমি আছি আমার চাকরী নয় বছর ।

প্রশ্নকর্তা : অনেক দিন অনেক দীর্ঘ দিনের অভিগ্যতা । এই দীর্ঘ দিনের অভিগত্যা দেখে আমি জানতে চাইব যে এই যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা এটা মানে কি রকম হচ্ছে?মানে এটা কি বাড়তেছে না কমতেছে ? রোগীরা কিরকম ইয়া করতেছে ? প্রেকটিসটা কিরকম ?

উওরদাতা: আমাদের এখানের থেকে এন্টিবায়োটিক যথা সম্ভব আমরা কম দাওয়ার চেষ্টা করি । কিন্তু মেক্রিমাম রোগী বাহির থেকে যারা ফার্মেসি থেকে ঔষুধ কিনে আনে তারা মেক্রিমামই দেখি যে প্রয়োজন ছাড়াও তারা একটা করে এন্টিবায়োটিক হতে করে নিয়ে আসতেছে । যেটার জন্য যেমন সাধারন সর্দি কাশি আমরা তাকে এন্টিবায়োটিক দিবো না । বা পাতলা পায়খানার জন্য আসছে দুই চার পাঁচ দিনের পাতলা পায়খানাও আমরা এন্টিবায়োটিক দিবো না আমরা ওর-স্যালাইন দিবো । কিন্তু দেখা যায় এরা বাহির থেকে ঔষুধ কিনে আনে , কিন্তু আপমাদের এখান থেকে আমরা এন্টিবায়োটিক যথা সম্ভব এভোয়েড করে যাই ।

প্রশ্নকর্তা : ওরা যে বাহিরের থেকে কিনে আনতেছে তার মানে কি আপনার এখানে প্রথম দেখাচ্ছে নাকি ..?

উওরদাতা: না অনেকে আমাদের এখানে প্রথম দেখায় । অনেকে ফার্মেসি তে যারা রুরাল এরিয়াতে দূরে বাসা তারা আগে ফার্মেসিতে দেখায় কাজ না হলে পরে আসে । তারা দেখা যায়যে ঔষুধগুলা কিনে ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার অভিজ্ঞতা কিরকম যখন এন্টিবায়োটিক লিখার ক্ষেত্রে আর কি প্রেসক্রিপশন করার ক্ষেত্রে ঐটা আপনার কিরকম অভিজ্ঞতা ?নয় বছর ধরে আপনি যেতেগু টির্টমেন্ট করতেছেনই । সে হিসেবে ঐ নয় বছরের আলোকে একটু বলবেন? যে আপনার অভিজ্ঞতাটা কিরকম?

উওরদাতা: আমি বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা ?

প্রশ্নকর্তা : ধরেন আপনি নয় বছর ধরে রোগীকে সেবা দিচ্ছেন ট্রিটমেন্ট করতেছেন বিভিন্ন রোগের কারনে । যে হয়তো ঔষুধ লিখে দিচ্ছেন বা ওদেরকে দেখতেছেন বা ওরা কিভাবে আসতেছেন । তো আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে উদাহরন দিয়ে আমাকে বুঝায় দেন যে এরকম রোগী আসে এদেরকে আমি এই এই ঔষুধগুলো লিখে দেই বা কিভাবে ওরা এগুলো খাচ্ছে বা আপনার কাছে কখন আসতেছে , এই জিনিসটা ?

উওরদাতা: মানে যেমন একটা বাচ্চা আসলো পাতলা পায়খানার বাচ্চা প্রথম দিন যখন আসে আমাদের এখানে, অনেক সময় দেখা যায়যে খুব খারাপ বাচ্চা দেখা যায়যে মা অনেক সময় বুঝতে পারে না দুই তিনদিনের পাতলা পায়খানা যদি হয় বাচ্চা নেতিয়ে পড়তেছে তখন ম্যাডাম ভর্তি করতেছে অথবা বাচ্চা আমরা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি. তে পাঠায় দেই । আর নরমাল পাতলা পায়খানার জন্য আসলে দেখা যায় তাকে খাবার স্যালাইন দিলাম , তারপরে খাবারে এডভাইস দিলাম আমরা এই পদ্ধতি গুলা করি আর কি । এরকম , তারপরে সাধারন সর্দি কাশি তার খুব মারাত্নক জ্বর নাই তাহলে তাকে ও আমরা এন্টিবায়োটিক দাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না । তাকে আমরা নরম্যাল প্যারাসিটামল ঠান্ডা কাশির জন্য যতটুকু যা দরকার আমরা অতটুকু দেই ।

(০৫:০২)

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ঐযে বললেন ওরা অলরেডি একটা এন্টিবায়োটিক ঔষুধ নিয়া আসে ?

উওরদাতা: ঐটাতো , ঐটা দেখা যায় ওরা যদি ফার্মেসিতে যায় সেটাতো ফার্মসিস্ট দের ব্যাপার ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা তখন আপনারা তাদেরকে কিভাবে চিকিৎসা দেন ?

উওরদাতা: তখন আমরা দেখা যায়যে যদি ঔষুধটা তারাতারি শুরু করে তাহলে তো একটা এন্টিবায়োটিক কমপক্ষে তিনদিন পাচঁদিন আগে বন্ধ করা যায় না । তাহলে আমার রোগীটার ক্ষতি হচ্ছে , তখন তার ডোজটা মেন টেইন করে হয়তোবা আমরা বলি খাইতে । আর যদি দেখা যায় যে তিনদিন হইছে বা খুব খারাপ কম্পানীর ঔষুধ তখন আমরা তাদেরকে এটা বলি যে ঐটা বাদ দিয়ে দেন । অফ করে দেন ।

প্রশ্নকর্তা : তখন সে অলরেডি খারাপ কম্পানীর হইলেও সে খাওয়া শুরু করছে ?

উওরদাতা: হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক একটা দুইদিন গেছে অলরেডি ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তখন আপনি তাদেরকে কি প্রেসক্রিপশন করেন ?মানে কি ঔষুধ লিখে দেন আরকি তখন ?

উওরদাতা: তখন যদি তার এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়, হয় আমরা ঔষুধটা চেঞ্জ করে দেই , আর যদি এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন না হয় তাহলে এন্টিবায়োটিকটা অফ করে তাকে যতটুক সে যা পাবে তাই ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই যে এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন হবে কি হবে না এটা কিভাবে বুঝতে পারেন?

উওরদাতা: সেটা যদি বাচ্চার অতিরিক্ত জ্বর থাকে বা অতিরিক্ত নিউমোনিয়া থাকে এটা তার শরীরে ইনফেকটেড কিভাবে সেটা বুঝে। ঠিক আছে ? আর যদি দেখা যায়যে ঠান্ডা জ্বরের সাথে ঠান্ডা কাশির সাথে জ্বর যে ভাইরাল ফিবার তখন সেখানে আমরা মনে করি যে এন্টিবায়োটিক দরকার । সেটা চার পাচঁদিন বা তিনদিন পাচঁদিন পরে একাই ওর মতন ঐ থাকবেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার কি মনে হচ্ছে আগের প্রশ্নেই আছি আর কি ঐযে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহরটা কি আগের থেকে বাড়ছে না কমছে? কি মনে হয়?

উওরদাতা: মানে?

প্রশ্নকর্তা : মানে নয় বছর প্রেকটিসের অভিগ্যতা থেকে বলতে পারেন , নয় বছর আগে কি রকম ছিলো এখন কি রকম আছে ?

উওরদাতা: একটুতো বাড়ছেই।

প্রশ্নকর্তা : একটু বাড়ছে না ?

উওরদাতা: হ্যা বাড়ছে ।

প্রশ্নকর্তা : কেন এটা মনে হল বাড়ছে ?

উওরদাতা: বাড়ছে কারন মনে হয় যে এখনকার একটু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাচ্চাদের দেখা যাযযে যে একটু কমে আসছে এটা হল আপনার ক্রাউড এর কারনে অনেক জনসংখ্যার কারনে এটা হতে পারে । তারপর আন হাইজিনিং এর কারনে হইতে পারে । যার কারনে আমাদের টঙ্গী এলাকায়তো অনেক জনসংখ্যা বহুল এলাকা । এই এলাকার ভিওি তে আমি বলি মনে হয় যে একটু বাড়ছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে এবং আন হাইজিনিং এর কারনে ?

উওরদাতা: হ্যা অসুস্থ , যেহেতু সমস্যাটা বাড়ছে তখন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটাও বাড়ছে ।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে নয় বছর আগে কি রকম ব্যবহার ছিলো ? কোন কোন এন্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার করতো ? আপনি কোন কোন এন্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার করতেন নয় বছর আগে ? আপনি নিজে যখন রোগীকে দিচ্ছিলেন ট্রিটমেন্ট ঐসময় কোন এন্টিবায়োটিকটা দিতেন?

উওরদাতা: নয় বছর আগে যেমন আপনার , তখনতো নরমাল এখনতো অনেক হাই প্রোফাইলের এন্টিবায়োটিক বের হইছে তখনতো এতো ছিলো না । তো তখনকার অনুযায়ী যা ছিলো এমক্সাসিলিন বা থাইমক্সাসল যা ছিলো ঐরকম করেই আর কি দেয়া হইতো এখন যেভাবে বাচ্চাদের সমস্যা বাড়ছে সে হিসাবে দেওয়া ।

প্রশ্নকর্তা : এখন কোন গুলো বেশী চলতেছে ? মানে ঐ সময় বললেন এমক্সাসিলিন যে ইয়েটা ছিল ঐটা বেশী চলতো এখন কোনটা বেশী চলে ?

উওরদাতা: এখনও আমরা এমক্সাসিলিন দেই , কট্রিম দেই যেটা আমাদের হাসপতালে সাপ্লাই আমরা ওগুলা ব্যবহার করি । তারপরেও বাচ্চা যেগুলা ভর্তি তখন দেখা যায় যে সেপ্ট্রাক্সল ইনজেকশন দেওয়া হয় । আমাদের হাসপাতালে সাপ্লাই ঔষুধ দিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে রোগীদের , মানে যদি প্রয়োজন হয় । বা পাতলা পায়খানার জন্য এজিট্রোমাইসিন , আমরা হাসপাতালের ঔষুধ গুলো দিয়েই বেশী চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা : ও এগুলো হাসপাতালেরই ঔষুধ? মানে সরকারী যে ইয়া?

উওরদাতা: হ্যা সাপ্লাই থাকে বেশীর ভাগ ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কোন কোন ঔষুধগুলো , এন্টিবায়োটিকগুলো এখানে সাপ্লাই থাকে ?

উওরদাতা: এমক্সাসিলিন থাকে , কোট্রাইমক্সাসল থাকে আপনার , এজিট্রোমাইসিন থাকে আপনার বাচ্চাদের ঔষুধের কথা আমি বলতেছি । এই তিনটা ঔষুধই বেশীর ভাগ সময় থাকে আর ইনডোরে আপনার সেপট্রাক্সাম থাকে । ইনজেকশন । এমপিসিলিন থাকে। এই ঔষুধগুলা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : এইগুলা কি সমপরিমানে থাকে ? আমি ঠিক জানি নাতো এই জন্য জানতে চাচ্ছি ।

উওরদাতা: এটা আমি সঠিক বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : মানে তাহলে যে পরিমান আপনাদের সরবরাহ ঐপরিমান আপনারা কি দিতে পারতেছেন না কিছু এক্সট্রা থেকে যাচ্ছে ?

উওরদাতা: না আমাদের এক্সট্রা থাকে না আমাদের এই হসপিটালে এত রোগী বেশী যে আমাদের সব সময় ঘাটতি থাকে । আমাদের এই হাসপাতালে অনেক রোগী অনেক ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা মিনিমাম কত হবে দিনে ? আপনারা দিনে মানে আপনি নিজে কয়টা দেখেন ?ম্যাডাম ছাড়া?

উওরদাতা: না আমাদের এখানে তো কম্বাইন্ড ম্যাডাম সহ আমাদের এখানে এক দেড়শ রোগী হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ম্যাডাম সহ ?

উওরদাতা: ম্যাডাম সহ ।

প্রশ্নকর্তা : এভরিডে ?

উওরদাতা: এভরিডে । আর মিনিমাম সত্তোর আশিটাতো হয়ই । বেশী হয় একশ একশ বিশ , দেড়শ এইরকম। অমাদের এই হসপিটালে অনেক রোগী ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে প্রতিদিনই কি উনি বসেন ?

উওরদাতা: হ্যা উনি প্রতেকদিন থাকেন । আমি আসলে উনার হেল্পিং হিসাবেই আছি এইখানে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা সেটাই । তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব আপনারা যখন দিচ্ছেন আর কি ঔষুধ সচারচর আপনি কোন ইয়েটা এখন ব্যবহার করেন বেশী ? আপনি নিজে আর কি ? এন্টিবায়োটিক ? রোগীদের ক্ষেত্রে ?

(১০:১২)

উওরদাতা: ঐযে বললাম আমরা চেষ্টা করি সবসময় হস্পিটালের ঔষুধ গুলো দিয়ে চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি নিজে কোনটা করেন আর কি ?

উওরদাতা: আমিও নিজেও ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি নিজেও ?

উওরদাতা: হ্যা আমি নিজেও । কারন আমাদের এখানে খুব গরীব রোগী গুলো আসে । আমাদের এখানে মেক্সিমাম রোগী আপনি দেখবেন যে গরীব রোগী আসে । আমাদের হসপিটালের ঔষুধগুলো দিয়ে আমরা চেষ্টা করি । যখন তাদের এন্টিবায়োটিকের দরকার হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো কোন গুলো দিতে পচ্ছন্দ করেন আপনি ? এই এন্টিবায়োটিক যে গ্রুপটা আছে , জেনারেশন ; কোন জেনারেশনটা বেশী দিতে পচ্ছন্দ করেন ?

উওরদাতা: এখানে তো আসলে আমাদেরতো খুব বেশী ঔষুধ নাই, দেখা যায় যে যখন ঠান্ডা, কাশি, জ্বর আসে তখন আমরা বাচ্চাটাকে আমরা এমক্সাসিলিন দেই , আর লুজ মোশন এর বাচ্চাকে এমক্সাসিলিন দিলে আরো বেড়ে যায় সেজন্য আমরা কোট্রামক্সাসল বা এজিট্রোমাইসিন সেটা বাচ্চার অবস্থার এবং প্রয়োজনের উপর ডিপেন্ড করে দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এই দুইটা কি আপনি নিজে কোনগুলো ব্যবহার করেন ঐটাতো উনি দিচ্ছেন ?

উওরদাতা: না এগুলো আমি দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি ও ? এই দুইটা ছাড়া আর কোনটা ব্যবহার করেন আপনি ?মানে রোগী দের ক্ষেত্রে ?

উওরদাতা: না আমি হস্পিটালের ঔষুধ লিখি আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ হস্পিটালের ঔষুধ গুলোর মধ্যেই আরকি যে কয়টা আপনি নাম বলছেন এগুলো ছাড়া ? এগুলোর মধ্যেই কোনটা বেশী পচ্ছন্দ করেন ? একটা হচ্ছে এমক্সাসিলিন বলছেন আর --?

উওরদাতা: আর একটা হচ্ছে ইরেট্রোমাইসিন ।

প্রশ্নকর্তা : এই দুইটা ছাড়া আর কোনোটা ইউজ করেন?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : কারন আপনাদের এখানেতো আরো অনেক গুলো এন্টিবায়োটিক আছে ।

উওরদাতা: না আমাদের এন্টিবায়োটিকতো আমি এই দুইটার কথাই বললাম আউট ডোর । আর ইনডোর তো ম্যাডাম ঔষুধ গুলো লেখে । ইনডোর ভর্তি রোগীতো আর আমি দেখি না ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা আচ্ছা । ও ভর্তি রোগী গুলো আপনি দেখেন না ?

উওরদাতা: না আমি দেখি না ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি শুধু আউট ডোরের গুলো দেখেন ?

উওরদাতা: হ্যা । আউট ডোরের গুলো ভর্তি গুলাতো ম্যাডাম দেখে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । ভর্তির গুলো পুরা উনার কনট্রোলে ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আউট ডোরের ক্ষেত্রে আপনি এই দুইটা ইউজ করেন সচারচর ?

উওরদাতা: সচারচর , হ্যা ঐটা যে ইউজ করি না এটা বললে ভুল হবে রের করা হয় কিন্তু এই দুইটাই বেশী পচ্ছন্দ ।

প্রশ্নকর্তা : বেশী পচ্ছন্দ করেন ? আচ্ছা । তো এই দুইটা ছাড়া যদি একসেপশন বলি আরকি তখন আপনি কোনটা ইউজ করতে পচ্ছন্দ করেন ?ধরেন এই দুইটা ছাড়াও ।

উওরদাতা: এই দুইটা ছাড়া আসলে আপা বাচ্চার রোগের উপর ভেরি করে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা ।

উওরদাতা: যদি আপনি মনে করেন বাচ্চার পাতলা পায়খানা হচ্ছে তখন আপনের সিপ্রোফ্লক্সাসিন আমরা পচ্ছন্দ করি । ঠিক আছে? কিন্তু বাইরের ঔষুধ লেখা লাগলে ঐটা ম্যাডামের কাছে আমরা রেফার করে দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে সব হচ্ছে হস্পিটালের ইয়া , যখন আপনি প্রেসক্রিপশন করেন তাহলে ঐ প্রেসক্রিপশনের ঔষুধগুলো ওরা কোথা থেকে পায়?

উওরদাতা: আউট ডোর ফার্মেসি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : ফার্মেসি থেকে ?

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা : ঐখানে কি ওদেরকে ফ্রি দেয়া হয় নাকি টাকা ?

উওরদাতা: ফ্রি দেওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ফ্রি দেওয়া হয় , আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমাদের এখান থেকে সর্ট স্লিপ দিয়ে দিলে ওরা ঐ স্লিপটা জমা রেখে ঔষুধটা নেয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই আউট ডোরের পেসেন্টরা আরকি যে ঔষুধগুলো নিচ্ছে তাহলে কি ওরা পুরা কাভার করতে পারতেছে? নাকি ওদেরকে বাহিরের থেকেও কিনতে হচ্ছে ?

উওরদাতা: বাহিরের থেকে যখন আমাদের শেষ হয়ে যায় তখন ওদের বাহিরের থেকে কিনতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আমি আর একটু জানতে চাইব যখন ধরেন এরকম পেসেন্ট আসলো যে আপনার এন্টিবায়োটিক লিখতে হবে , কিন্তু আপনি কোনো সমস্যায় পরে গেছেন বা চেলেঞ্জ মনে হচ্ছে যে এটা লিখবো কি লিখবো না এরকম কখনো হইছে কিনা ? মানে এই নয় বছরে ?

উওরদাতা: আমাদের এরকম হয় নাই । কারন আমাদের উপরতো অনেক ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা আছে, যখন মানে এরকম মনে হয় তখন তার কাছে রেফার করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : মানে ঐ আরকি , আপনি কোন মুহূর্তে কোন সময়টাতে অঅপনি কখন ফেস করছেন বা এরকম হইছে ?

উওরদাতা: না এরকম হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আজ পর্যন্ত যে রেফার করা লাগছে আপনার ?

উওরদাতা: রেফারতো আমি সবসময়ই করি ।

প্রশ্নকর্তা : কোন রোগীদেরকে কোন অবস্থা রেফার করেন ? যে একটা উদাহরন দিলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আরকি ।

উওরদাতা: যেমন আমি দেখতেছি বাচ্চাটার বুক ভাঙ্গতেছে , তারমানে বাচ্চাটার নরমাল সর্দি কাশি না । বাচ্চাটার মারাত্মক জ্বর আছে । তখন আমি তাকে ম্যাডামের কাছে রেফার করে দেই , কারন তখন আমি বুজতে পারছি যে বাচ্চার রোগটা আমি নির্ণয় করতে পারছি যে বাচ্চার নিউমোনিয়া হইছে বা বাচ্চাটা নেতায় পড়ছে বা বাচ্চার পাতলা পায়খানা তখন আমি ম্যাডামের কাছে এটা রেফার করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ধরেন ম্যাডামতো ধরেন অনেক সময় বাইরে থাকে তখন?

উওরদাতা: তখন ধরেন যেমন আজকে বাচ্চা গুলা তখন আমরা কুরমিটলা , অন্য মেডিকেল অফিসার অথবা কুরমিটলা পাঠায় দেই । বা কাছে ধারে কোনো সরকারী হস্পিটালে আমরা রেফার করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম তাহলে হয় আপনার মাঝে মাঝে যে আপনার রেফার করা লাগে ?

উওরদাতা: হ্যা রেফার তো অবশ্যই করা লাগে । কারন আমাদের হাসপাতালতো অনেক ছোটো হাসপাতাল । আমাদের ম্যাডামেরই যখন দেখা যায়যে অনেক খারাপ বাচ্চা রেফার করতে হয় । আর আমাদেরতো সবসময়ই আমি ম্যাডামের কাছে রেফার করি । আমার যে মেডিক্যাল অফিসার আছে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা যে আছে তাদের কাছে তো সবসময়ই আমাদের রেফার করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে যখন আপনি প্রেসক্রিপশন লিখতেছেন আরকি এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক লিখতেছেন রোগীদের তখন আপনি কি রোগীদেরকে বুঝায় দেন? কিভাবে খেতে হবে বা কি খেতে হবে ? এই ব্যাপার গুলো ?

(১৫:০৬)

উওরদাতা: হ্যা । অবশ্যই আমরা বুঝায় দেই , তারপর প্রেসক্রিপশনে ভালো করে লেখে দেই । ওরা যায়ে আবার যখন ঔষুধটা কিনে এখানে একটা ঔষুধ দুই তিন পদের লেখা থাকলে ওরা তো আসলে বুঝে না কিন্তু যেটা দেখা যায় এন্টিবায়োটিকটা যে এটা এতটুক করে খাওয়াবেন । যেটা গুলাইতে হবে । বা এতটুক করে যেটা গুলানো ঔষুধ সেটা আমরা বলে দেই । আবার আমাদের ফার্মেসি থেকেও অনেক সুন্দর করে বলে দেয় । তারপরে দুই একটা যে কিনতে হয় সেটা তো লিখা থাকে প্রেসক্রিপশনে ।

প্রশ্নকর্তা : মানে প্রেসক্রিপশনেও লিখা থাকে অবার ফার্মেসিতেও বলে আবার নিজেরাও ।

উওরদাতা: আমরা নিজেরাও বলি ।

প্রশ্নকর্তা : নিজেরাও বলেন ?

উওরদাতা: আর আমাদের যারা ঔষুধদেয় তারাও খুব ভালো করে বলে দেয় । প্রতেকটা রোগীকে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এরা আসলে অনেকেইতো গরীব বললেন যারা আসতেছে ইয়া, তো ওরা কি আসলে ঐ লিখাটা বুঝতে পারে প্রেসক্রিপশন লিখা ?

উওরদাতা: লিখাটা আমরা ঐজন্যই লিখে দেই আমরাতো ঐখান থেকে বলে দিতেছি যদি ওদের কোনো কারনে মনে না থাকে তাহলে ওরাতো যেকোনো ফার্মেসি থেকে বা কোনো লেখা পড়া জানা মানুষের কাছে থেকে ওরা বুঝে নিতে পারবে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: কিন্তু ওদের মনে থাকে কিনা বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে ইয়া মানে ঔষুধটা এন্টিবায়োটিক ঔষুধটা বিশেষ করে কিভাবে ক্ষেতে হবে এই জিনিসটা কি ওদেরকে জানানো হয় যে এটা এন্টিবায়োটিক ঔষুধ?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা এটা বলে দেওয়া হয় , যে এটা এভাবে খাইতে হবে । এবং এটা যে ঔষুধটা পাচঁদিন সাতদিন খাওয়াইতে হবে , বা একবেলা খাইয়ে বন্ধ করবেন না । এটা আমরা বলে দেই । নাইলে তো বন্ধ করলে ওদের রেজিসটেন্স হয়ে যাবে , ওদের বাচ্চার তো সমস্যা হবে এজন্য আমরা বলে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা যখন এইযে ইয়া ওরা কি জানে এন্টিবায়োটিকটা একদিন পরে যদি বন্ধ করে এটা রেজিসটেন্স হয়ে যাবে যেমন এখন বললেন এই জিনিস টা ওরা জানে কিনা ? ওদেরকে বলেন কিনা ?

উওরদাতা: ওদের এভাবে বলি যে দেখেন , আপনার রেজিসটেন্সতো ওরা বুঝবে না । বলি যে আপনি যদি ঔষুধটা একদিন খাওয়ায় বা দুইদিন খাওয়ায় বন্ধ করে দেন বাচ্চার সমস্যা হবে বা ক্ষতি হবে , আমরা ঐভাবে বলি । বলে দেই ওদেরকে ।

প্রশ্নকর্তা : ক্ষতি হবে বা এই রকম বলেন ?

উওরদাতা: হ্যা, যে বাচ্চার শরীরে কাজ করবে না ; আপনি বাচ্চারটাকে যেভাবে লেখা ওভাবে নিয়ম করে খাওয়াবেন ।

প্রশ্নকর্তা : সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিতে কোনো রোগীকে আরকি , এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কি হবে না এই জিনিসটা আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন ? যদিও একটু আগে একটু একটু আলোচণা হইছিলো প্রথম দিকে আমার তো তারপরেও আর একবার জিজ্ঞাসা করতেছি আরকি এটা ।

উওরদাতা: ঐযে বলছিলাম যে বাচ্চার যদি অতিরিক্ত জ্বর থাকে , মানে যদি ইনফেকশনের চিহ্ন থাকে তখন আমরা দেই , নইলেতো এন্টিবায়োটিক আসলে বাচ্চার যদি মনে করি যে নরমাল সর্দি কাশি তাহলে আমরা এন্টিবায়োটিক দিবো না । যদি দেখি জ্বরটা বেশী ওর গাঁ পুড়ে যাইতেছে বা শরীরে কোনো জায়গায় ফোড়া হইলো যেখানে দেয়া লাগবে আর কি । বুঝা যায় আরকি , কিভাবে বুঝাবো আপনাকে ?

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এইযে এন্টিবায়োটিকের দাম অনেক সময় , এন্টিবায়োটিকের যে দামটা আছে এটাকি অন্য ঔষুধের তুলনায় এই দামটাকি একটু বেশী ? মানে বাহিরের থেকে কিনলে আরকি । এখান থেকে নিলে সরকারী ভাবেতো ওরা ফ্রি পাচ্ছে , কিন্তু যখন ওদেরকে বাহিরের থেকে কিনতে হয় এই জিনিসটা তখন এন্টিবায়োটিকের দামটা কি একটু বেশী? অন্য মেডিসিনের তুলনায় ?

উওরদাতা: হ্যা বাচ্চাদের ঔষুধের তুলনায় এন্টিবায়োটিকের দামতো একটু বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : একটু বেশী, না? তো এই যেহেতু বেশী তাহলে ওরা কি সেই পরিমান সুবিধা পায়? যখন কিনে খায় ? দাম দিয়ে একটা ঔষুধ কিনে খাইলো এন্টিবায়োটিক ঔষুধ, সেই পরিমান কি ওরা আসলে উপকার পাচ্ছে কিনা? যখন একটা এন্টিবায়োটিক খায় ?

উওরদাতা: মানে ?

প্রশ্নকর্তা : একটা রোগী একটা এন্টিবায়োটিক কিনলো , যেহেতু একটা নরম্যাল ঔষুধের তুলনায় এন্টিবায়োটিকের দামটা একটু বেশী , কিনার পর সে কি আসলে ঐ পরিমান সুবিধা পাচ্ছে যতটা খরচ করতেছে ?

উওরদাতা: মেক্সিমামইতো কাজ হয় কাজ হলে বাচ্চার তাহলেতো সুবিধাটা পাইলো ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে ধরেন এখান তেকে যখন নেয় তখনতো ফ্রি নেয় কিন্তু বাইরে থেকেতো অনেক সময় যেমন আপনি বলছেন ওরা নিজেরাই নিয়ে আসে যে এন্টিবায়োটিক একটা হাতে করে নিয়ে আসতেছে , তো তখন আপনার কি মনে হচ্ছে ঐ জিনিসটা জানতে চাচ্ছি আরকি ? আসলে ঐরকম সুবিধা পায় কিনা ?যত টাকা খরচ করতেছে তারা সে পরিমান সুবিধা পাচ্ছে কিনা ?

উওরদাতা: যখন প্রয়োজন অনুসারে কিনে তখন দেখা যায়যে কাজ হচ্ছে , আর যদি প্রয়োজন না থাকে তখন খাইলেতো আসলে বুঝা যায় না । যেমন খুব বেশী জ্বর না থাকলে বা , নরম্যাল পাতলা পায়খানার জন্য আমরা দিতাম না ওরা দিছে তো আমরাতো

বলতে পারি না , বুঝতে পারি না ; কারন ভাইরাল ডাইরয়াটা আপনার এটাও তিনদিন পাঁচদিন পরে সারে যদি ব্যাকটেরিয়াল না হয় , তখন দেখা যায় এমনেই কমতেছে , সেটাতো আমরা বুঝতে পারতেছিনা ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এইযে ওরা এন্টিবায়োটিক নিয়ে যাচ্ছে আপনি প্রেসক্রিপশন করতেছেন , ঔষুধা ফ্রি ও পাচ্ছে ওরা তাহলে কি ওরা ঔষুধটা ফুল কোর্স কমপ্লিট করতেছে ? আপনার কি মনে হয়?

(২০:০৬)

উওরদাতা: যারা আসলে বেক করে আমাদের কাছে আবার এর পরবর্তীতে আসে মেক্সিমামই আমার মনে হয় যে ওরা ঔষুধটা কমপ্লিট করে ।

প্রশ্নকর্তা : এখন যারা আসে না ?

উওরদাতা: যারা আসে না আমরাতো তাদের কথা বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনাদের কোনো ফলো আপ সিস্টেম আছে কিনা যেহেতু এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন তাকে সেক্ষেত্রে?

উওরদাতা: আমরা তাদেরকে আসতে বলি , যে আপনারা ভালো হলে বা আইসে জানায় যাবেন । তারপর যদি এরা না আসে আমরাতো সম্পূর্ণ বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা : তো যাদেরকে আপনি এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন তাদেরকে আবার বলতেছেন আবার আসার জন্য?

উওরদাতা: যদি উন্নতি না হয় , তাহলে তারাতো অবশ্যই আসবে, আর যাদের উন্নতি হয় এর পরে যখন আসে , দেখা যায়যে একটা বাচ্চাতো একবার অসুস্থ হয় না । তারা আবার আসলে আমাদের একবছর টিকেটটা থাকে , এখন একটা টিকেট কিনলে এই টিকেটটা একপেজ লিখলে এর পরের পেজটা তো খালি থাকে , এরপরের বার এরা শুধু এনট্রি করে চলে আসে , টাকা দিয়ে এই টিকেট টাও কিনতে হয় না তখন তো আমরা দেখি ।

প্রশ্নকর্তা : ও একটা টিকেট কিনলে এটা আমার একবছর পর্যন্ত যাবে ?

উওরদাতা: যাবে বলতে যতদিন ঐটিকেটটার মধ্যে লিখার জায়গা থাকে । এরমধ্যে যদি একবছরের মধ্যে একবার - দুইবার আসলো একবার একপেজে লিখলে এরপরের বারতো ঐপেজটা নিয়ে ওরা দেখায় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনি বলতেছেন আসলে শেষ করতেছে কিনা এটা --?

উওরদাতা: সঠিক বলতে পারতেছি না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । যদি ভালো না হয় তখন আবার বেক করে ?

উওরদাতা: তখন আবার বেক করে । হ্যা । দেখা যায় অনেক বাচ্চাদের মুখে এন্টিবায়োটিক দিলো বাচ্চা বেশী খারাপ হয়ে গেল আবার যখন এরা ভর্তি হওয়ার জন্য আসে তখনতো আমরা বুঝতে পারি । কারন তারাতো আবার দেখাইতে আসে যে কাজ হয় নাই বা তখন দেখা যায় খারাপ হইলে ভর্তি করে , বা ভালো থাকলে যে বুঝতেছে না যে হ্যা এই ঔষুধটাই চালান তখন এরা আসে এছাড়াতো আমরা বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা : এর মাঝখানে যখন এরাকি বাইরেও দেখায় কিনা ? কি মনে হয় আপনার কাছে যে রোগী গুলো আসতেছে এরাকি একবারে প্রথম পর্যায়ে আসে ? নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয়?

উওরদাতা: প্রথম পর্যায় আসে । মেক্সিমাম রোগী প্রথম পর্যায় আসে ।

প্রশ্নকর্তা : জ্বর হইলো আর আমি এখানে চলে আসলাম?

উওরদাতা: হ্যা । মেক্সিমাম রোগী প্রথম পর্যায় আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যখন প্রেসক্রিপশন করেন তখনকি এন্টিবায়োটিকটাকে বেশী গুরুত্ব দেন ? নাকি নরমাল মেডিসিন গুলোকে বেশী গুরুত্ব দেন ? মানে এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য যে ঔষুধগুলো আছে ঐগুলোকে ?

উওরদাতা: অবশ্যই অন্য ঔষুধগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিবো যদি এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্যঔষুধ দিয়ে রোগীটাকে কাভারেজ করা যায় তখন এন্টিবায়োটিক আমরা খুব কম দেওয়ার চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা : কেন এটা করেন ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ছাড়া কোনো বাচ্চা দেখা যায়যে এখন যে একটা সিজন নরমাল সর্দি কাশির বাচ্চাই, মেক্সিমাম বাচ্চাদেরই সর্দি কাশি । তখন দেখা যায়যে একটা বাচ্চা যদি এন্টিবায়োটিক দেন বারবার এন্টিবায়োটিক দিলেতো বাচ্চাটার ক্ষতি হচ্ছে আর আমার যেটা এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন নাই সেটা এন্টিবায়োটিক দিলে বাচ্চার ক্ষতি হচ্ছে এইজন্য আমরা এন্টিবায়োটিকটা একটু দূরে রাখতে চাই ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এটা ছাড়াকি আর অন্য কোনো কারন আছে আর ? রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক দেওয়ায় প্রধান্য না দাওয়ায় আরকি ?

উওরদাতা: না অন্য কোনো কারন নাই বাচ্চার যেন ক্ষতি না হয় আমরাতো অবশ্যই বাচ্চার সাস্থ এর জন্য খেয়াল করব । যে আজকে না এরপরও যেন ও যেন ভালো থাকে , প্রয়োজন ছাড়া আমরা চেষ্টা করি যত খানি না দিয়ে থাকা যায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার এখানে শুধু বাচ্চারাই রোগী ?

উওরদাতা: হ্যা এরুমে শুধু বাচ্চারা ।

প্রশ্নকর্তা : এই রুমে বাচ্চারাই ? তারমানে আপনি শুধু বাচ্চাদের চিকিৎসা করেন?

উওরদাতা: হ্যা, জি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । মাদেরকে তো --?

উওরদাতা: না মাদের না ।

প্রশ্নকর্তা : মাদের করা হয় না , আচ্ছা । তো অনেক সময় আছে না এন্টিবায়োটিক এবং হচ্ছে নন - এন্টিবায়োটিক যে মেডিসিন গুলো আছে এই দুইটার মধ্যে আসলে পার্থক্য গুলো কোন জায়গায় ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো , পার্থক্য হল আসলে এন্টিবায়োটিক তো হল আপনার ব্যাকটেরিয়াল , ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের বিরুদ্ধে আপনার এন্টিবায়োটিক কাজ করবে । আর নন –এন্টিবায়োটিক তো সেটা হল আপনার এগুলো সাপোর্টিভ ছাড়া যেমন ভাইরাল বা যেটার মধ্যে আপনার কোনো ইনফেকশন নাই সেগুলোর ক্ষেত্রে হল আপনার নন-এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলা ।

প্রশ্নকর্তা : পার্থক্য হচ্ছে এরমানে ইনফেকশন ? ব্যাকটেরিয়া আর অন্য যে ইয়া ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাকটেরিয়াতে হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা: হ্যা এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : আর অন্য গুলো তে অন্য মেডিসিন ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : লোকজন যখন প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনার কাছে আসতেছে বা ধরেন সে অন্য কোথাও দেখাইলো , ফার্মেসিতে দেখাইছে বাট তার কাছে কোনো প্রেসক্রিপশন নাই । তখন আপনি তাকে কি করেন ? সে নিজের মুখে এন্টিবায়োটিক যখন চাইতেছে তখন আপনার কাছে এসে রোগটা দেখাইলো দেখানোর পরে হয়তো সে আপনার কাছে এন্টিবায়োটিক চাইলো বা বললো আমাকে তারাতাড়ি সুস্থ হওয়ার কোনো ঔষুধ দেন ?

(২৫: ০৮)

উওরদাতা: না আমরা তখন তাকে কাউনসিলিং করি ।

প্রশ্নকর্তা : কি রকম?

উওরদাতা: তাকে আমরা কাউনসিলিং করি যেমন , একটা ডাইরিয়ার বাচ্চা আসলো যেমন সে কোথাও থেকে বাইরের থেকে ঔষুধ খেয়ে আসলো কিন্তু কাজ হইলো না তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এন্টিবায়োটিক খেয়ে ও যেহেতু কাজ হচ্ছে না এটা নিশ্চই ভাইরাল ডাইরিয়া । এখন যেমন এই সিজনে রোটা ভাইরাল ডাইরিয়া হচ্ছে তখন আমরা তাকে বুঝাই যে দেখেন আপনি যদি এখন এন্টিবায়োটিক আর একটা এন্টিবায়োটিক ও আপনাকে দেই এই বাচ্চার দেখা যাবে যে আপনার এই ডাইরিয়াটা দশদিন, বারদিন থাকবেই । আপনি বাচ্চাকে এমন ভাবে খেয়াল রাখবেন বাচ্চার যেন পানি স্বল্পতা না হয় , বাচ্চাকে আপনি খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ান, ডিম খাওয়ান খাবার মোটিভেট করেন আমরা ঐভাবে কাউনসিলিং করি , যেন লোকটা যেন উৎতেজিত না হয় । এটা যেন বুঝতে পারে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : না এই সময় যেহেতু আপনারা প্রায় একশ এর উপরে প্রতিদিন রোগী দেখতেছেন তাহলে ওরাকি এর মধ্যে কয়েকজন বলে এরকম আসলে ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আমার প্রশ্নটা আসলেই হয় কিনা ?

উওরদাতা: হয় মাঝে মধ্যে দুই চারজন যে বলে না, তা না বলে । যে, তারাতারি সুস্থ করার ঔষুধ দেন । এই সেই এরাতো বলে কিন্তু আমরা তখন এদেরকে কাউনসিলিং করি । রাতারাতি ভালো হওয়ার মতো কোনো ঔষুধ নাই । আপনাকে ধোর্য্য ধারন করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : তো ওরা কি আসলে এন্টিবায়োটিক কি জিনিসটা , এন্টিবায়োটিক ঔষুধ চিনে ? রোগীরা ?

উওরদাতা: বুঝে অনেকেই বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা : অনেকেই বুঝে , না ? মানে ওরা নিজেরা চায় কিনা আমাকে , ঐটাতো একটা তারাতারি সুস্থ হওয়ার ঔষুধ দেন ; আর একটা হচ্ছে আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন এরকম কিছু ?

উওরদাতা: না ঐরকম, বলে মাঝে মধ্যে । কম রোগীই বলে ।

প্রশ্নকর্তা : খুব কম রোগী ? আচ্ছা । তো যখন ওরা এন্টিবায়োটিক বলে নাকি অন্য ভাবে বলে ওদের এন্টিবায়োটিকটাকে অন্য কোনো মিনিং বুঝায় কিনা ?

উওরদাতা: না অনেকে এন্টিবায়োটিক বলে , অনেকে বলে যে তারাতারি ভালো হওয়অর কোনো ঔষুধ দেন আপা , এরকম করে বলে।

প্রশ্নকর্তা : তো তারা তারি ভালো হওয়া মানে কি ওরা এন্টিবায়োটিকটাকেই বুঝায় ?

উওরদাতা: হ্যা এন্টিবায়োটিকটাকেই বুঝায় । যে কোনো গুলানো ঔষুধ দেন এন্টিবায়োটিক বুঝায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা গুলানো ঔষুধ মানে , কারন আমি দেখছি যে বাচ্চাদের মনে হয় ঐ সিরাপ দেয় যেটা ইয়া করা না ?

উওরদাতা: পাউডার সিরাপ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তাহলে আমরা এখন রিস্ক নিয়ে কথা বলবো এন্টিবায়োটিকের রিস্ক নিয়ে । তো এইযে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে ভূমিকা রাখে এখানে ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো আপনার রোগ প্রতিকার করে । প্রতিকারটা করে এন্টিবায়োটিক । এন্টিবায়োটিক হল ---

প্রশ্নকর্তা : মানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটার ভূমিকা কিরকম ? এন্টিবায়োটিক? এানে ধরেন এন্টিবায়োটিক কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে বেশী ভালো ? উইজ করলে ? জানতে চাচ্ছিলাম এন্টিবায়োটিকটা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ভালো আরকি ?মানে যখন এন্টিবায়োটিকটা ইউজ করলেন তাতে রোগটা ভালো হয়ে গেল এক্ষেত্রে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে উইজ করলে ভালো হয় ?

উওরদাতা: যে কোনো ইনফেকশন ডিজিস আপনার যেমন টাইফয়েডের রোগী । তার কিন্তু এন্টিবায়োটিক ছাড়া সে ভালো হবে না । টাইফয়েডের রোগী আবার আপনি মনে করেন যে নিউমনিয়া হল । আপনার এইরকম রোগী গুলা যেগুলা ইনফেকশন ডিজিস সেটাতো আপনার এন্টিবায়োটিক ছাড়া ভালো হবে না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তাহলে এক্ষেত্রে কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক গুলা ভালো এগুলোর ক্ষেত্রে ? যেমন একটা বললেন হচ্ছে টাইফয়েড , টাইফয়েডের ক্ষেত্রে কোন ইয়েটা ভালো ? এন্টিবায়োটিক কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা ভালো ?

উওরদাতা: আমাদের এখানেতো টাইফয়েডের রোগী গুলা মেক্সিমাম ভর্তি করা হয় , তখন আমাদের এখানে ঐযে বললাম সেপ্ট্রাক্সিম সাপ্লাই থাকে ঐটা দিয়ে চিকিৎসা করি ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা ঐটা । আচ্ছা । তাহলে হচ্ছে এন্টিবায়োটিক যখন ব্যবহার করা হয় তখন এতে সাইড এফেক্ট থাকে কিনা এন্টিবায়োটিকের?

উওরদাতা: অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা : কি রকম একটু বলবেন ?

উওরদাতা: আসলে সব ঔষুধ তো সবার সাইড এফেক্ট থাকে না , অনেক ঔষুধ দেখা যায়যে সব ঔষুধেরই শুধু এন্টিবায়োটিক না সব ঔষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে । তখন দেখা যায়যে অনেকের বমি হচ্ছে অনেকের জ্বর হচ্ছে , জ্বরের জন্যই তো দেয় সরি , বমি হচ্ছে বা অনেকের র‍্যাস হচ্ছে, এটা হল যার যে ঔষুধে সাইড এফেক্ট থাকবে তার এমন হবে ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে সেটার সমাধান কিভাবে করেন ?

উওরদাতা: তখন ঐ ঔষুধটা অফ করে দেয় সেটা চেঞ্জ করে দেবো ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা চেঞ্জ করে দেন ।

উওরদাতা: চেঞ্জ করে দিবে বা অফ করে দিবে , যেটা তার শরীরে সজ্য হচ্ছে না সাইড এফেক্টতো তারই হয় ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা সেটাইতো । ঐটা স্টপ করে দিয়ে নতুন ঔষুধ দেওয়া হয়?

উওরদাতা: নতুন ঔষুধ দেওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব একটু আগেই বলছিলেন আর কি এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স , রেজিসটেন্স সম্পর্কে একটু জানতে চাইব ? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সটা কি ?

(৩০:০৯)

উওরদাতা: রেজিসটেন্স বলতে , একটা বাচ্চা একটু অসুস্থ হইলো যেমন জ্বর হইলো সে ফার্মেসি থেকে একটা এমক্সাসিলিনই ধরলাম কিনলো কিনার সে দুইদিন খাওয়ার পরে তার জ্বরটা কমে গেল সে ঐটা অফ করে দিল সে তার কোর্স কমপ্লিট করলো না , আবার কিছু দিন পরে হইলো আবার সে একটা কিনলো আবার এরকম একদিন দুইদিন , পরে দেখা যায় এরকম করতে করতে এক সময় ঐ ঔষুধটা তার আর রেসপন্স করে না ; এটাই হল রেজিসটেন্স ।

প্রশ্নকর্তা : এটাই , আচ্ছা । তাহলে এইটার সমাধান কি হইতে পারে ?

উওরদাতা: এটার সমাধান হল যে উইদাউট প্রেসক্রিপশন ঔষুধ কিনবে না আগে ডঃ দেখাবে এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন হলে দেখে তারপর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষুধ কিনবে । যেখান সেখান থেকে ঔষুধ কিনা যাবে না ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিকার এটাই ?

উওরদাতা: প্রতিকার হল এটাই ।

প্রশ্নকর্তা : এটা ছাড়া অন্যকোনো উপায় নাই , না ?

উওরদাতা: না মানে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে । যে যখন তখন যেমন বিভিন্ন ভাবে আমাদের জনসচেতনতা , যেমন ওর স্যালাইনের এড দেওয়া হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা ।

উওরদাতা: ঐরকম কইরা জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে । জনসচেতনতা না হলে আর কোনো উপায় নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । মানে এটার প্রতিরোধটা ঐভাবে ?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা । এটা জনসচেতনতা রুলস করতে হবে , রুলসতো আছেই তারপরেও তো মানুষ করে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো এইযে রোগীরা এইযে এভাবে আসলে আপনে যেটা বলছেন আরকি প্রথমে সে এমক্সাসিলিন কিনলো কিনে দুইদিন খাইলো ভালো হইলো আবার এমক্সাসিলিন কিনলো আবার খাইলো ভালো হইলো পরে আর রেসপন্স করলো না । এইযে ঠিকমত ঔষুধটা খাইতে হবে , রোগীদের জন্য কেন ওরা খাচ্ছে না , কি চেলেঞ্জ ওদের জন্য? কেন শেষ করে না ?

উওরদাতা: যে কোনো একটা এন্টিবায়োটিক খাইলে , শেষ করে না কারন হচ্ছে তার জ্বরটা কমে গেল তখন সে মনে করে যে জ্বরতো কমেই গেছে আর ঔষুধ খাওয়ায় কি হবে ? অনেকে মনে করে যে কমে গেল কিন্তু এটা বুঝে না যে না কমুক তারপরেওতো ডোজ আমারতো কমপ্লিট করতে হবে । ডোজটা, এটা হয়তোবা অনেকে মনে করে না । দেখা যায়যে যখনই সিমটোমটা কমে যায় তখনই ঔষুধ খাওয়া অফ করে দেয় । এছাড়াতো আর কোনো কারন নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এইযে আপনাদের এখানেতো মেক্সিমাম মোটামুটি সব রোগীই হচ্ছে বাচ্চা তাহলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওরাতো নিজেরা ঔষুধ নেয় না ।

উওরদাতা: মায়েরা নেয় ।

প্রশ্নকর্তা : মায়েরা নেয় হ্যা । তো সেক্ষেত্রে , এবং তাদের ঔষুধ গুলো সম্ভবত ইয়ে হয় না, সিরাপ? ড্রপ সিরাপ ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তো এন্টিবায়োটিক ও ঐরকমই হয় ওদের জন্য , তাহলে তো ওদের কাছে ঔষুধটা থাকতেছে মানে একটা কিনলে তো থাকতেছে , নাকি আবার ইয়া?

উওরদাতা: না থাকেই ।

প্রশ্নকর্তা : থাকতেছে , তাহলে কেন ওরা কোর্স কমপ্লিট করে না ?

উওরদাতা: ঐযে বললাম যে দেখা যায় যে কমে গেল , পাতলা পায়খানা হইছে বা জ্বর হইছে কমে গেছে । কমে গেলে মনে করে যে ভালো , ভালোই তো হইছে তাইলে আর ঔষুধ খাওয়ায় কি হবে ? এটাই মনে করে , এছাড়াতো আর কারন নাই । দেখা যায়যে এটা মনে করেই ওরা ঔষুধটা খায় না । মানে অফ করে দেয় আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা । না মানে আমি আর একটু জানতে চাচ্ছি যে অনেক সময় অনেকের থাকে যে আর্থিক সমস্যা , এটা কি এখানে কোনো --?

উওরদাতা: না, আপনি একটা সিরাপ কিনলে একই দাম দিয়ে কিনতেছেন । ঐটা আপনি পুরাটা খাওয়াইলেও যে টাকাটা চলে গেছে , অর্ধেক খাওয়াইলেও সে একই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এক সিরাপের মধ্যেই কি ওদের পুরা কোর্সটা হয়ে যায়?

উওরদাতা: বেশীর ভাগ ছোট বাচ্চাদের হয় , কিন্তু যারা একটু বড় থাকে তাদের দেখা যায়যে আর একটা কিনতে হয় । সেটাও অনেকে হয়তো বুঝে না , মনে করে যে পাচঁদিন , সাতদিন লিখা বলা থাকে একটা খাইলে মনে করে যে শেষ হয়ে গেছে আর একটা কিনে না ; ঐরকম খুব কমই হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো ওরা কি আসলে নিয়ম মেনে যে ঔষুধ খাওয়ার নিয়মটা আছে ঐ নিয়মটা মেনেই কি ঔষুধ খায় নাকি কাওয়ার জন্য খাওয়া? এানে ধরেন সে টাইমটা মেনটেইন করে কি না আসলে ?

উওরদাতা: টাইমটাতো আমরা এখান থেকে বলে দেই , যে এটা এন্টিবায়োটিকের ডোজ বা প্যারাসিটামল প্রতেকটা ঔষুধই বলে দেই। এখন এরা যে বাসায় কি করে সেটতো আমরা বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কখনো কি ধরেন সে একবার খেয়ে আপনার কাছে আবার আসলো , ছয় মাস পরে আসলো ; কিন্তু আপনার কাছে তো প্রেসাক্রপশনটা আছে , আপনি এন্টিবায়োটিক দিছিলেন ঐ প্রেসক্রিপশন আছে । তখন কি আপনি কোনো ফলো আপ করেন কিনা ?

উওরদাতা: তখন জিজ্ঞাসা করি যে আগের ঔষুধটা ঠিক মত খাওয়াইছেন ?

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ঐজিনিসটা ওদের ঠিকমত যে খাওয়া আরকি , যে টাইমটা আসলে মেনটেইন করে কিনা ? মানে হয়তো সে শেষ করতেছে কিন্তু আট ঘন্টা পর পর খাচ্ছে কিনা? বা বার ঘন্টা পর পর খাচ্ছে কিনা এই জিনিসটা কতটুকু ফলো আপ করা হয় আপনাদের এখানে?

উওরদাতা: আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করি , যে খাওয়াইছে কিনা ? মেক্সিমাম রোগীতো বলে খাওয়াইছে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এরকম কি কখনো হয় আপনাদের এখান থেকে আপনাদের রোগী গুলোই আরকি , আমি আপনাদের রোগীই বলতে চাচ্ছি কারন ধরেন আপনি যেহেতু এখানে দেখতেছেন, সব রোগের জন্যই কি ওরা এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলো এখান থেকে কিনতে পারতেছে? নিতে পারতেছে নাকি বাহিরের থেকেও নেয়া লাগতেছে ?

(৩৫:১৭)

উওরদাতা: আমাদের যখন সাপ্লাই থাকে যতদিন আমাদের সাপ্লাই থাকে ততদিন আমরা এখান থেকেই দেই । মাঝে মাঝে ঔষুধের তুলনায় , মানে অন্য হাসপাতালের তুলনায় আমাদের এখানে রোগী বেশী ঔষুধটা যেভাবে সাপ্লাই আসে তখন যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাহিরের থেকে কিনতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম কতজন রোগী হইতে পারে যারা বাহিরের থেকে কিনা লাগতেছে ?

উওরদাতা: সে বিষয়ে আমার ধারনা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : যখন বাহিরের তেকে এরা কিনে আসলে কি কিনতেছে কিনতে পারতেছে কিনা ? এটা না হয় আপনাদের এখান থেকে দিলে তো ফ্রি সে নিতে পারলো কিন্তু সাপ্লাই যদি শেষ হয়ে যায় তখন আসলে তারা বাহিরের থেকে কিনতে পারে কিনা ? কি মনে হয়?

উওরদাতা: মেক্সিমাম রোগী মনে হয় কিনতে পারে , কারন আমরা তো । ঔষুধ লেখার সময় মানে তাদের সামর্থ অনুযায়ী যদি না থাকে আরকি ঐরকম করেই ঔষুধটা লেখা হয় যাতে কিনতে পারে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা :তাদের তারমানে ইকোনোমিক যে কনডিশন ঐটাও দেখেন আপনারা ?

উওরদাতা: ঐটাও দেখি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আমরা এখন হচ্ছে পলিসি নিয়ে একটু কথা বলি , যে এন্টিবায়োটিকের পলিসি । আপনার কি , আপনাদের এখানে কোনো রেগুলেটরি কমিটি আছে যে এন্টিবায়োটিক কিরকম ব্যবহার হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো দেখা শুনা করে ?

উওরদাতা: এটা আমাদের আরম স্যার বলতে পারবে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি জানেন না ?

উওরদাতা: না জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার কি মনে হয় এইযে ড্রাগ সপ গুলো যে আছে বাহিরে ফার্মেসি গুলো ঐগুলো তে কি কোনো পর্যবেক্ষক সমীতি , সংস্থা বা এরকম কোনো কমিটি আছে ওদের ?

উওরদাতা: হ্যা আছে তো । মাঝে মাঝে ঐযে মোবাই কোর্টগুলা, মেজিসট্রেট আসেতো ।

প্রশ্নকর্তা : তো সরকারী ভাবে কোনো নীতিমালা আছে যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে?

উওরদাতা: হ্যা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আছে ? আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়োটিকের একটা নীতিমালার প্রয়োজন আছে কিনা ? এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে ?

উওরদাতা: অবশ্যই আছে । সেটাতো আগেই বলরাম যে উইদাউট প্রেসক্রিপশন কেউ যেন ঔষুধ না কিনে । সব কিছুর একটা নীতিমালার তো অবশ্যই দরকার আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এটা বলছেন তারপরেও আর একবার জিজ্ঞাসা করি কেন এটা দরকার আছে ?

উওরদাতা: দরকার এজন্যই যেন মিস ইউজ না হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কি মনে হয় অযৈক্তিক ভাবে ? রোগীর প্রয়োজন নেই যে এন্টিবায়োটিকের তারপরেও রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে অনেকে বিভিন্ন সেবা দানকারী বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করে যারা আরকি এরকম কিছু কি আছে আপনার কি মনে হয়? মানে আমাদের বাংলাদেশে আরকি ? কারন নয়বছরের আপনার অভিগ্যতা দ্রীর্ঘ সময়ের এই লম্বা সময়ের অভিগ্যতা থেকে আপনার কি মনে হয় রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নাই তারপরেও এন্টিবায়োটিক দিয়ে যাচ্ছে এরকম কিছু আছে কিনা?

উওরদাতা: এটা ঐযে মেক্সিমাম দেখা যায়যে রুরাল এরিয়াতে ফার্মেসিগুলোতে , ফার্মেসিতে যারা বসে তারা মাঝে মধ্যে দেয় বুঝতে পারতেছে না দেখা যাচ্ছে বেশী সমস্যা , তারা মনে করে দিয়ে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে শুধু কি ওরাই দিচ্ছে নাকি অন্য কোনো ? অন্য যারা সেবা দানকারী আছে রোও দিচ্ছে এরকম ?

উওরদাতা: অন্য সেবাদানকারী আসলে ফামের্সি আর আমাদের হস্পিটাল , প্রাইভেট এই এরকমই তো । আমাদের মধ্যেতো আমরা যথা সম্ভব এভোয়েড করি । আর বাহিরের কথা আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : আর আপনার কাছে কি মনে হয় নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য যে দিচ্ছে আরকি , নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য বেশী দেয় চিন্তা করে যে না আমার একটু ইনকাম হোক এটা চিন্তা করে দেয় নাকি রোগীর সুবিধাটাকে একটু কম দেখে নিজের আর্থিক সুবিধাকে দেখেই এন্টিবায়োটিক দেয়?

উওরদাতা: এটা হতে পারে বা এটাও হতে পারে তারা বুঝতে পারছে না , যেমন জ্বর আসলো তারা মনে করলো যে না তারাতারি ভালো হয়ে যায় মনে করেও দিতে পারে , রোগীর টাও চিন্তা করে দিয়ে দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : হু হু । । আচ্ছা । তো এই যে ভোক্তার অধিকার এটা সম্পর্কে কি আপনার জানা আছে ? মানে এটা কি জিনিস ?

উওরদাতা: ভোক্তার অধিকার বলতে ?

প্রশ্নকর্তা : ভোক্তার অধিকার , কনজুমার রাইটস আমাদের দেশে ?

উওরদাতা: উহু ।

প্রশ্নকর্তা : জানা নাই ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে , সমস্যা নাই । তাহলে আমরা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে আরো কিভাবে লেখলে রোগীরা ঠিকমত ঔষুধটা খাবে ? ধরেন বার ঘন্টা পর পর খাইতে হবে বা আট ঘন্টা পরপর খেতে হবে এইযে জিনিসটা , বা পাচঁদিনের কোর্স পাচঁদিনই সম্পূর্ণ করতে হবে এই জিনিসটা আর কিভাবে লিখলে প্রেসক্রিপশনের মধ্যে রোগীরা মেনে চলবে ঠিক ভাবে ? আপনার পরামর্শ জানতে চাচ্ছি এক্ষেত্রে ?

(৪০:০২)

উওরদাতা: আসলেতো আমার মনে হয় যেভাবে লেখে দেওয়া হয় এদের যারা খাওয়ায় মেক্সিমামইতো খাওয়ায় আর দুই একজন যারা না খাওয়াায় তাদের মানুসিক অবস্থা যদি নিজেরটা নিজে পরিবর্তন না করে লিখে দিয়ে তো কোথাও কোনো কিছু করা যাবে না । কারন আমরাতো লিখেই দিতেছি যে দুই বেলা খাওয়াবেন বা আট ঘন্টা পর পর খাওয়াবেন এতদিন খাওয়াবেন । এরা যদি এটা না বুঝে যে যে কয়দিন প্রয়োজন সে কয়দিনই লেখা হইছে , এটা আসলে নিজেদের পরিবর্তন আনতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তাহলে আপনার কি মনে হয় যে বিভিন্ন ড্রাগ কম্পানী গুলো আছে মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ যারা আছে এরাকি কোনো ভাবে প্রভাবিত করে রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে?

উওরদাতা: না এরা করে না ।

প্রশ্নকর্তা : এরা করতে পারে না?

উওরদাতা: না ওরা রোগীদের প্রভাবিত করতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এদের আসলে কাজটা কি ? বা প্রতোক্ষ পরোক্ষ ভাবে এরা করে কিনা আসলে প্রভাবিত রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ?

উওরদাতা: না এরাতো আসলে কাজ এরা যার যার কম্পানীতো এডটা শুধু, যে আমাদের এই ঔষুধ আছে , এই ঔষুধ আছে । এই এড এই ।

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে রোগীরা আরকি এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে কোথায় যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে ? মানে ওরা মেক্সিমাম ঔষুধ কোথা থেকে বেশী নেয়?কি সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী নেয় না বাইরে যে ফার্মেসি গুলা আছে বেসরকারী যেগুলো ঐগুলো থেকে নিচ্ছে ?

উওরদাতা: সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে তো ঔষুধ আসলে বিক্রি করা হয় না । এখানে তো ফ্রি পায় তারাতো অবশ্যই এখান থেকে চায়। মেক্সিমামই চায়যে এখান থেকে , আমরা যা পারি দিয়ে দিলে এরা বেশী খুশি হয় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশের মেক্সিমাম , বাংলাদেশেরই বাদ দেন টঙ্গী এরিয়ায় মেক্সিমাম রোগীরা কি হস্পিটাল থেকে বেশী এন্টিবায়োটিক ঔষুধ নেয় নাকি বাহিরের থেকে বেশী এন্টিবায়োটিক ঔষুধ নেয় ?

উওরদাতা: আসলে আমাদের হাসপাতালে যারা আসে তারাতো মেক্সিমাম হাসপাতাল থেকেই নিয়ে যায় , এর বাহিরে যারা অন্য কোথাও রোগী দেখায় বা বাহিরে নিজেরা দেখে সেটার খবর আমরা দিতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমি আর একটু জানতে চাইব আপনাদের এখানে ঔষুধের যখন মেয়াদ উতির্ন হয়ে যায় বা ধরেন ডেমেজ হয়ে গেছে ঔষুধটা ঐগুলোকে আপনারা কি করেন ?

উওরদাতা: আমাদের এখানে এরকম কখনো হয়ই না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা মানে এক্সপেয়ার ডেট কোনো ?

উওরদাতা: ডেট এক্সপেয়ার হয় না , কারন আমাদের এখানে যে ঔষুধ গুলো আনি তা তো আপনাকে বললামই আমাদের রোগী বেশী হয় আমাদের ঔষুধ দেখা যায় শেষ হয় যায়।

প্রশ্নকর্তা : এক্সপেয়ার ডেটের কোনো ইয়ে থাকে না ?

উওরদাতা: না কখনো এরকম হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে ধরেন ডেমেজ হইছে এরকম কোনো ঔষুধ থাকে কিনা ? এক্সপেয়ার ডেট না ডেমেজ?

উওরদাতা: ডেমেজ হওয়ার তো কিছু নাই ।

প্রশ্নকর্তা : নাই , না ? ধরেন এই যেহেতু আপনার হস্পিটালে আপনাদের হস্পিটালে ইয়া থাকেন যদিও আপনি আউট ডোরে দেখেন কিন্তু ইনডোরের যে পেসেন্ট গুলো বা আপনাদের হস্পিটালে আরকি ওদের যে ডিসপোজাল সিস্টেমটা এটা সম্পর্কে আপনার কি জানা আছে ? কিভাবে এই বর্জ গুলো ফেলতেছে ? রোগীদের বর্জগুলো ধরেন ঔষুধ যেগুলো নষ্ট হচ্ছে সিরিঞ্জ যেগুলো আসতেছে ?

উওরদাতা: ওগুলো আমাদের আলাদা আলাদা কনটেনার আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এটা কিরকম একটু বলবেন আমাকে?

উওরদাতা: আমাদের বর্জতো ইয়ে হইছিলো যেমন হলুদ কালারের, কালো কালারের এরকম আলগা কনটেনার আছে । আর রোগীদের জন্য প্রতেকটা বেডের নিচে বোল আছে । রোগীদের ময়লা আপনাদের ঐখানে ফালাইলো । বা ময়লা গুলা সিস্টাররা সিস্টারদের মত করে ফালাইলো । ঝুড়ি আছে , প্রতেকটা রোগীর বেডের নিচে বোল আছে প্রতেকটা আলাদা আলাদা ঝুড়ি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলো তো না হয় তারা ঐ জায়গায় ফেললো , কিন্তু ঐগুলো আসলে কোথায় ফেলা হয় শেষে ?

উওরদাতা: শেষে আমাদের ডাস্টবিন আছে ।

প্রশ্নকর্তা : যে পৌরসভার যে ডাস্টবিন থাকে ঐগুলোতে ?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ঔগুলোতে ফালাই ।

প্রশ্নকর্তা : ঐগুলোতে? অন্য কোনো ডিসপোজার সিস্টেম নাই হস্পিটালে? মানে বাহিরে যেমন আমি কোনো একরোগী স্যালাইন ইউজ করলো ঐ স্যালাইনের সিরিঞ্জ বা ইয়ে গুলো কি ঐ ডাস্টবিনেই ফেলেন নাকি কোথায় ফেলেন ?

উওরদাতা: ঐ ইনডোরের ইয়ে বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : ইনডোরের ইয়ে বলতে পারেন না ?

উওরদাতা: বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আপনি কি সেই নয় বছর ধরেই শুধু আউট ডোরেই দেখতেছেন ?

উওরদাতা: হ্যা আমি আউট ডোরেই দেখি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো আমি আর একটু জানতে চাইব আপনারা যে ঔষুধ গুলো রাখেন এগুলো আসলে কোথা থেকে আসতেছে কোন কম্পানীর ঔষুধ ? যে মেডিসিন যেগুলো আপনি দিচ্ছেন বা আপনাদের ফার্মেসিতে যেগুলো আসতেছে এগুলো কোথা থেকে পাচ্ছেন আরকি ?সাপ্লাই কোথা থেকে আসে?

উওরদাতা: আমাদের এখানে তো সিভিল সার্জোনের অফিস থেকে আনে , সিভিল সার্জোনের অফিস তো মানে এটাতো সরকারী ঔষুধ , এটা আমি কি বলবো আমাদেরতো এসেনশিয়্যাল ড্রাগ কম্পানী আছে সরকারী যে ঔষুধগুলো সেগুলো আসে । ঐটাতো সরকারী সিভিল সার্জন স্যারইতো ঐখান থেকে মানে প্রতেকটা ঔষুধ দেয় আরকি হাসপাতাল থেকে ।

(৪৫:০২)

প্রশ্নকর্তা : সিভিল সার্জোনের অফিস থেকে মানে আপনারা পাচ্ছেন আরকি ?

উওরদাতা: হ্যা ঐখানেই স্টোর ।

প্রশ্নকর্তা : তো এটাকি ধরেন বিভিন্ন ফার্মেসিটিক্যাল কম্পানী আছে আমি যতদূর জানি যে , স্কোয়ার , বেক্সিমকো এইযে এই ঔষুধতো আপনারা দেন এখান থেকে ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ কম্পানীর ঔষুধ তো দেন না এগুলো সরকারী ঔষুধ আপনাদের গুলো ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এগুলো কোথা থেকে আসে সিভিল সার্জেনের অফিসে এটা জানেন ?

উওরদাতা: না এটাতো জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : এটা জানেন না আচ্ছা । তো আপনাদের এখানে যেহেতু ফ্রি চিকিৎসা হয়, তিন টাকার বিনিময়ে আমি বলবো ওরা ঔষুধ পাচ্ছে । এন্টিবায়োটিক ঔষুধ । এই ঔষুধ গুলো আসলে কোন ধরনের কোন লেভেলের মানুষ গুলো নিয়ে যায় আপনাদের এখান থেকে?

উওরদাতা: আমাদের এখানে সব লেভেলের লোকই আসে ।

প্রশ্নকর্তা : মেক্সিমাম কোন লেভেল হয় ?

উওরদাতা: মেক্সিমাম তো গরীব মানুষ আসে ।

প্রশ্নকর্তা : গরীব মানুষ? মানে ধরেন খুব হায়ার লেভেলের যাদের খুব ইনকাম এরাকি আসে কিনা?

উওরদাতা: হ্যা এরাও মাঝে মাঝে আসে ।

প্রশ্নকর্তা : এরাও আসে ? আমি এটা এজন্য জানতে চাচ্ছি যে আসলে আপনারা কোন ধরনের কোন স্তরের রোগীদেরকে পাচ্ছেন যারা এখান থেকে ঔষুধ নিয়ে যায় ?

উওরদাতা: না আমাদের এখান থেকে সব লেভেলেরই আসে ।

প্রশ্নকর্তা : সব লেভেলেরই আসে, না ? আচ্ছা । এবার জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে আপনার যেহেতু নয় বছরের অভিগ্যতা আপনার কোনো ডিগ্রি আছে যে পরীক্ষা দিছেন মেডিসিনের উপরে বা মেডিকেলের উপরে বা ড্রাগের উপরে ?

উওরদাতা: আমি তো ডি.এম.এফ ডিগ্রি করা । আমাদের চার বছরের --?

প্রশ্নকর্তা : সরি বুঝি নাই ?

উওরদাতা: আমাদের ডিপ্লোমা করা চার বছরের ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ?

উওরদাতা: ডি. এম.এফ .ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ফেক্যালটি ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কোথা থেকে করছেন আপনি ?

উওরদাতা: এটা আমি টাঙ্গাইল থেকে করছি ।

প্রশ্নকর্তা : টাঙ্গাইল ? আচ্ছা টাঙ্গাইলে কোনো কলেজ বা ইয়া ?

উওরদাতা: হ্যা টাঙ্গাইলে মেডিকেল এসিস্টেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ।

প্রশ্নকর্তা : এটা আলাদা আপনাদের জন্য আছেই না ?

উওরদাতা: হ্যা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কয় বছরের বললেন ?

উওরদাতা: এটা চার বছরের ।

প্রশ্নকর্তা : চার বছরের , আচ্ছা । তো এটা ছাড়া আপনার পড়াশুনা হচ্ছে কতটুকু?

উওরদাতা: এটা আমরা এস.এস.সি. পাশ করে আমরা ঐ খানে চার বছর করি ।

প্রশ্নকর্তা : এস.এস.সি?

উওরদাতা: হ্যা । এস.এস.সি ।

প্রশ্নকর্তা : না এস.এস.সি না এইচ.এস.সি?

উওরদাতা: এস.এস.সি ।

প্রশ্নকর্তা : কোনো এটা ছাড়াকি আর কোনো ট্রেনিং বা ডিপ্লোমা কোর্স আছে?

উওরদাতা: জি না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । কোনো ড্রাগ কম্পানীর ফার্মেসির কোর্স এরকম ?

উওরদাতাঃ না ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম নাই , না ? আচ্ছা । ঠিক আছে, থেংক ইউ আপা ।

উওরদাতাঃ আচ্ছা ।

প্রশ্নকর্তা : আমি অনেকক্ষন কথা বললাম আপনার সাথে থেংক ইউ ।

উওরদাতাঃ থেংক ইউ ।

(৪৭:৫৩)